ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

سورة التوبة : সুরা আত তাওবা

১। اكتب بالوضاحة لم لم يذكر البسملة في اول هذه السورة؟ [সুরা আত তাওবার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم কেন উল্লেখ করা হয়নি? সুস্পষ্টভাবে লেখ।]
২। بين ما المراد بالاشهر الاربعة؟ [الاشهر الاربعة বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।]
৩। ما هو يوم الحج الاكبر؟ [يوم الحج الاكبر কী?]
৪। ما هي الاشهر الحرم وما حكمها؟ [الاشهر الحرم কোনটি এবং সেগুলোর হুকুম কী?]
৫। ما معنى "براءة"؟ وما المراد بقوله تعالى "الذين عهدتم من المشركين"؟ [براءة শব্দের অর্থ কী? মহান আল্লাহর বাণী- الذين عهدتم من المشركين দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?]
৬। ما هو محل الاعراب لرسوله في قوله تعالى "ان الله برىء من المشركين ورسوله"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الله برىء من المشركين ورسوله-এর মধ্যে ورسوله শব্দটির মহলে ই'রাব কী?]
৭। بين شأن نزول الاية "وان نكثوا ايمانهم من بعد" - [আয়াত وان نكثوا ايمانهم من بعد-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।]
৮। من هم ائمة الكفر؟ [ائحة الكفر বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?]
৯। ما المراد بالقوم في قوله تعالى "الا تقاتلون قوما"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী الا تقاتلون قوما-এর মধ্যে قوم দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে?]
১০। هل يجب قتل من يطعن في الدين؟ [যারা দ্বীনের প্রতি কটুক্তি করে, তাদের হত্যা করা কি ওয়াজিব?]
১১। اشرح قوله تعالى "ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله-এর ব্যাখ্যা কর।]
১২। من هم المستحقون بعمارة المسجد؟ [কারা মসজিদ নির্মাণ বা পরিচালনার প্রকৃত হকদার?]

১৩। هل يجوز للمشركين ان يعمروا مساجد الله؟ وما حكم العمل الصالح بغير الايمان؟ [মুশরিকদের কি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি আছে? ঈমান ছাড়া সৎকর্মের হুকুম কী?]
১৪। بين واقعة حنين ملخصا - [হোনাইনের যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
১৫। اذكر قصة غزوة حنين بالاختصار - [হোনাইন যুদ্ধের কাহিনি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]
১৬। ما المراد بالسكينة في الاية؟ [আয়াতে উল্লিখিত السكينة শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৭। ما معنى قوله تعالى "في مواطن كثيرة"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী في مواطن كثيرة-এর অর্থ কী?]
১৮। "بين التركيب النحوى لقوله تعالى "والله غفور رحيم - [আল্লাহ তায়ালার বাণী والله غفور رحيم-এর নাহভী তারকীব ব্যাখ্যা কর।]
১৯। من هم المراد بالجنود؟ [الجنود শব্দ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?]
২০। ما هي الجزية؟ وما حكمها؟ بين مختصرا - [الجزية কী? এর শরয়ী হুকুম কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
২১। هل المشركون نجس؟ بين اختلاف العلماء فيه - [মুশরিকরা কি নাপাক? এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে কী মতভেদ বর্ণনা কর।]
২২। ما المراد بقوله تعالى "انما المشركون نجس"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী- انما المشركون نجس দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
২৩। هل يجوز دخول المسجد للكفار؟ [কাফেরদের কি মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয?]
২৪। ما المراد بقوله تعالى "بعد عامهم هذا"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী بعد عامهم هذا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
২৫। ما المراد بقوله تعالى "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله দ্বারা কী উদ্দেশ্য?]
২৬। متى وقعت غزوة تبوك؟ اذكر قصتها مختصرا - [তাবুক যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? সংক্ষেপে তার কাহিনি উল্লেখ কর।]
২৭। لم قال النبى (ص) لصاحبه : "لا تحزن ان الله معنا"؟ [নবী কারীম (স) কেন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন لا تحزن ان الله معنا?]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর: সূরা আত-তাওবা

১। সূরা আত তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কেন উল্লেখ করা হয়নি? সুস্পষ্টভাবে লেখ। (اكتب لم لم يذكر البسملة في اول هذه السورة؟ بالوضاحة)

উত্তর: সূরা আত-তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না থাকার বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে একাধিক মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধান দুটি কারণ নিম্নরূপ:

১. **হযরত উসমান (রা.)-এর মত:** হযরত উসমান (রা.) বলেন, সূরা আল-আনফাল ও সূরা আত-তাওবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। উভয় সূরাই যুদ্ধ, জিহাদ ও সন্ধি নিয়ে আলোচনা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ওফাতের আগে স্পষ্টভাবে বলে যাননি যে, সূরা তাওবা আলাদা সূরা নাকি সূরা আনফালের অংশ। তাই সাবধানতাবশত সাহাবায়ে কেরাম কুরআন সংকলনের সময় দুটির মাঝখানে 'বিসমিল্লাহ' লেখেননি, আবার দুটিকে সম্পূর্ণ একও করে দেননি।

২. **হযরত আলী (রা.)-এর মত:** এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত। ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ''বিসমিল্লাহর মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা ও রহমত (امان ورحمة)। কিন্তু সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ (براءة) এবং তরবারি বা যুদ্ধের নির্দেশ নিয়ে। নিরাপত্তা বা রহমতের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি।''

২। 'আল-আশহুরুল আরবা'আ' (চার মাস) বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। (ما المراد بالاشهر الاربعة؟ بين)

উত্তর: সূরা আত-তাওবার ২য় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের জন্য যে চারটি মাস বা সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে দুটি মত রয়েছে:

১. **সাধারণ নিষিদ্ধ মাসসমূহ:** কারো মতে, এখানে 'আশহুরুল হুরুম' বা বছরের চারটি সম্মানিত মাস (রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম) বোঝানো হয়েছে। তবে এটি দুর্বল মত।

২. **নির্ধারিত অবকাশকাল (মতটি বিশুদ্ধ):** এখানে 'আল-আশহুরুল আরবা'আ' বলতে মুশরিকদের ভ্রমণের জন্য ১০ই জিলহজ্জ থেকে ১০ই রবিউস সানি পর্যন্ত চার মাসের অবকাশকালকে বোঝানো হয়েছে। নবম হিজরিতে হজরত আলী (রা.) হজের দিনে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই চার মাস মুশরিকরা নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবে, এরপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কার্যকর হবে। একে 'মুদ্দাতুল আমান' বা নিরাপত্তার মেয়াদ বলা হয়।

৩। 'ইয়াওমুল হজ আল-আকবর' কী? (ما هو يوم الحج الاكبر؟)

উত্তর: সূরা আত-তাওবার ৩য় আয়াতে 'ইয়াওমুল হজ আল-আকবর' (বড় হজের দিন)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা কোন দিনটি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে আলেমগণের ভিন্ন মত রয়েছে:

১. **কুরবানির দিন (ইয়াওমুন নাহর):** অধিকাংশ সাহাবী ও মুফাসসিরের মতে, ১০ই জিলহজ্জ বা কুরবানির দিনই হলো হজে আকবর। কারণ এই দিনেই হজের অধিকাংশ আমল (তওয়াফ, কোরবানি, কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডানো) সম্পন্ন করা হয়। হাদিস শরীফেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ''ইয়াওমুন নাহর হলো হজে আকবরের দিন।'' (সুনানে আবু দাউদ)

২. **আরাফার দিন:** কারো কারো মতে, ৯ই জিলহজ্জ বা আরাফার দিন হলো হজে আকবর। মূলত ওমরাহকে 'হজে আসগর' (ছোট হজ) বলা হয়, এর বিপরীতে মূল হজের দিনকে 'হজে আকবর' বলা হয়েছে।

৪। 'আল-আশহুরুল হুরুম' (সম্মানিত মাসসমূহ) কোনটি এবং সেগুলোর হুকুম কী? (ما هي الاشهر الحرم وما حكمها؟)

উত্তর: পরিচয়: 'আল-আশহুরুল হুরুম' বা সম্মানিত মাস চারটি। যথা—১. জিলকদ, ২. জিলহজ্জ, ৩. মহরম এবং ৪. রজব। এই মাসগুলোর মর্যাদা ইসলাম ও জাহেলী উভয় যুগেই স্বীকৃত।

হুকুম: ১. জাহেলী যুগে ও ইসলামের শুরুতে: এই মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম ছিল। এমনকি পিতার হত্যাকারীকে চোখের সামনে দেখলেও কেউ তাকে হত্যা করত না। ২. **পরবর্তী হুকুম:** অধিকাংশ ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে, সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত (আয়াতুস সাইফ) নাযিল হওয়ার পর এই চার মাসে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার বিধান রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। এখন

প্রয়োজনে সব মাসেই জিহাদ করা বৈধ। তবে এই মাসগুলোর পবিত্রতা ও সম্মান এখনো অবশিষ্ট রয়েছে এবং এতে ইবাদতের সওয়াব বেশি।

৫। 'বারাআত' শব্দের অর্থ কী? মহান আল্লাহর বাণী- 'আল্লাযীনা 'আহাত্তুম মিনাল মুশরিকীন' দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে? (ما معنى "براءة"؟ وما المراد بقوله تعالى "الذين عهدتم من المشركين"؟)

উত্তর: বারাআত (براءة)-এর অর্থ: আভিধানিক অর্থ হলো সম্পর্কচ্ছেদ করা, দায়মুক্ত হওয়া, মুক্তি লাভ করা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুশরিকদের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব বা জিম্মাদারির সম্পর্ক ছিন্ন করা।

'আল্লাযীনা 'আহাত্তুম...' দ্বারা উদ্দেশ্য: এর দ্বারা আরবের ওইসব মুশরিক গোত্রকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট মেয়াদের বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের শান্তি চুক্তি ছিল। যেমন—বনু খুজাআ, বনু বকর বা বনু দামরা। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এখন থেকে এসব চুক্তির দায় থেকে মুক্ত। তবে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ইন্নাল্লাহা বারীউম মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রাসূলুহু' - এর মধ্যে 'ওয়া রাসূলুহু' শব্দটির মহলে ই'রাব কী? (ما هو محل الاعراب لرسوله في قوله تعالى "ان الله برىء من المشركين ورسوله"؟)

উত্তর: আয়াতে কারীমা: (اَنَّ اللهَ بَرِیۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ وَ رَسُوۡلُهٗ) এখানে 'ওয়া রাসূলুহু' (وَرَسُوۡلُهٗ)-এর ই'রাব নিয়ে নাহুবিদগণের বিশ্লেষণ হলো:

১. মারফু (পেশ বিশিষ্ট): বিশুদ্ধ কিরাত অনুযায়ী শব্দটি 'পেশ' দিয়ে পড়তে হবে। কারণ এটি 'ইন্নাল্লাহা' (اَنَّ اللهَ)-এর ওপর আতফ (সংযোগ) নয়, বরং এটি একটি নতুন বাক্যের 'মুবতাদা' (উদ্দেশ্য), যার 'খবর' (বিধেয়) উহ্য রয়েছে। তাকদিরী ইবারত বা পূর্ণ বাক্যটি হলো: (وَرَسُوۡلُهٗ بَرِیۡٓءٌ مِّنۡهُمۡ أَيۡضًا) অর্থাৎ, ''আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও (তাদের থেকে দায়মুক্ত)।''

সতর্কতা: যদি কেউ একে 'যের' দিয়ে পড়ে (রাসূলিহি), তবে অর্থ হবে ''আল্লাহ মুশরিকদের থেকে এবং রাসূল থেকে মুক্ত'' (নাউজুবিল্লাহ)। এটি মারাত্মক ভুল ও কুফরি অর্থ বহন করে।

৭। আয়াত 'ওয়া ইন নাকাসূ আইমানাহুম মিন বা'দি...' -এর শানে নুযুল বর্ণনা কর। (بين شأن نزول الاية "وان نكثوا ايمانهم من بعد")

উত্তরঃ শানে নুযুলঃ এই আয়াতটি মক্কার কুরাইশ নেতাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বিশেষ করে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করেছিল। আয়াতে বলা হয়েছে, ''আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তি করে...।'' এখানে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হারিস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর এবং ইকরিমা ইবনে আবি জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৮। 'আইম্মাতুল কুফর' (কুফরের নেতারা) বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? (من هم ائمة الكفر؟)

উত্তরঃ সূরা তাওবার ১২ নং আয়াতে 'আইম্মাতুল কুফর' বা কুফরের সর্দারদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মতভেদ রয়েছে:

১. **কুরাইশ সর্দারগণঃ** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এখানে মক্কার নির্দিষ্ট কয়েকজন কাফের নেতার কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামের চরম শত্রু ছিল। যেমন—আবু জাহেল, উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। যদিও তাদের অনেকেই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তবুও এই শব্দ দ্বারা অবশিষ্ট হঠকারী নেতাদের বোঝানো হয়েছে।

২. **সর্বজনীন অর্থঃ** ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.)-এর মতে, যারাই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য চুক্তি ভঙ্গ করে, দ্বীনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়, কিয়ামত পর্যন্ত তারাই 'আইম্মাতুল কুফর'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হবে।

৯। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'আলা তুকাতিলূনা ক্বাওমান...' -এর মধ্যে 'ক্বাওম' দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? (ما المراد بالقوم في قوله تعالى "الا تقاتلون قوما"؟)

উত্তর: আয়াতে কারীমা: (اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ) ''তোমরা কি সেই কওমের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে দেশান্তর করার সংকল্প করেছে?''

এখানে 'ক্বাওম' (সম্প্রদায়) বলতে **মক্কার কুরাইশদের** বোঝানো হয়েছে। তাদের তিনটি অপরাধের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের উত্তেজিত করা হয়েছে: ১. তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে। ২. তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছে (দারুন নদওয়ার বৈঠকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে)। ৩. তারাই প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধ শুরু করেছে (বদরের যুদ্ধে)।

১০। যারা দ্বীনের প্রতি কটুক্তি করে, তাদের হত্যা করা কি ওয়াজিব? (هل يجب قتل من يطعن في الدين؟)

উত্তর: হ্যাঁ, অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতে, যারা ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ তায়ালা বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে কটুক্তি বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তারা 'ওয়াজিবুল কাতল' বা হত্যার যোগ্য অপরাধী।

সূরা তাওবার ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: (وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ) ''এবং তারা যদি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তবে তোমরা কুফরের নেতাদের হত্যা কর।''

শরয়ী হুকুম:

- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, জিমি কাফেরও যদি ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে, তবে তার জিম্মাদারি বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।
- ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতেও ধর্ম অবমাননাকারী ক্ষমার অযোগ্য এবং হত্যার যোগ্য।
- হানাফি মাযহাবেও দ্বীনের প্রতি কটুক্তিকারীকে কঠোর শাস্তির (তাজির বা মৃত্যুদণ্ড) বিধান রয়েছে, যদি তা রাষ্ট্রের বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত হয়।

১১। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'মা কানা লিল মুশরিকীনা আন ইয়া'মুরূ মাসাজিদাল্লাহ' -এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله")

উত্তর: আয়াত: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) **অর্থ:** ''মুশরিকদের এই অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যখন তারা নিজেদের ওপর কুফরি বা অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।''

তাফসীর ও ব্যাখ্যা: এখানে 'মসজিদ আবাদ করা' (عمارة المسجد) বলতে দুটি বিষয় বোঝানো হতে পারে: **১. হিসসী বা বাহ্যিক আবাদ:** মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচালনা। ২. **মানবী বা আধ্যাত্মিক আবাদ:** মসজিদে সালাত আদায়, জিকির ও ইবাদত বন্দেগি।

উভয় প্রকার আবাদ করার যোগ্যতা মুশরিকদের নেই। কারণ মসজিদের মূল উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া, আর মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত। এই আয়াতে বিশেষ করে 'মসজিদে হারাম'-এর মুতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার অধিকার থেকে মুশরিকদের অপসারণ করা হয়েছে। কুফরি অবস্থায় কোনো ইবাদত বা দ্বীনি খেদমত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। কারা মসজিদ নির্মাণ বা পরিচালনার প্রকৃত হকদার? (من هم المستحقون بعمارة المسجد؟)

উত্তর: সূরা আত-তাওবার ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মসজিদ আবাদকারীদের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা এসব গুণের অধিকারী, তারাই মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার প্রকৃত হকদার।

গুণাবলি: ১. ঈমান বিল্লাহ: আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস। ২. **ঈমান বিল ইয়াওমিল আখির:** পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ৩. **ইকামাতুস সালাত:** নামাজ কায়েম করা। ৪. **ইতাউয যাকাত:** যাকাত প্রদান করা (যদি সামর্থ্যবান হয়)। ৫. **খাশইয়াতুল্লাহ:** আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা।

আয়াতে বলা হয়েছে: (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ) অর্থাৎ, প্রকৃত মুমিনরাই মসজিদের খাদেম বা মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য। ফাসিক বা মুশরিকদের হাতে মসজিদের পবিত্র আমানত দেওয়া জায়েয নয়।

১৩। মুশরিকদের কি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি আছে? ঈমান ছাড়া সৎকর্মের হুকুম কী? (هل يجوز للمشركين ان يعمروا مساجد الله؟ وما حكم العمل الصالح بغير الايمان؟)

উত্তরঃ মুশরিকদের মসজিদ নির্মাণের হুকুমঃ ইসলামি শরিয়তে মুশরিকদের জন্য মসজিদের কর্তৃত্ব, পরিচালনা বা খাদেম হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তবে যদি তারা কোনো সাধারণ মসজিদ (মসজিদে হারাম ব্যতীত) নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করতে চায় এবং এর বিনিময়ে কোনো কর্তৃত্ব দাবি না করে, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তা গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও মালেক (রহ.)-এর মতে কাফেরদের দানে মসজিদ নির্মাণ জায়েয নয়। বিশুদ্ধ মত হলো, মসজিদ আবাদ মুমিনদের কাজ।

ঈমান ছাড়া সৎকর্মের হুকুমঃ ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্ম বা নেক আমল আখেরাতে মুক্তির উসিলা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ) অর্থাৎ, ''তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে গেছে।'' জাহেলী যুগে মুশরিকরা হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে বড় ইবাদত মনে করত। কিন্তু ঈমান না থাকায় আল্লাহ এসব কাজকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। আখেরাতের প্রতিদান পেতে হলে ঈমান পূর্বশর্ত।

১৪। হোনাইনের যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين واقعة حنين ملخصا)

উত্তরঃ ভূমিকাঃ হোনাইন যুদ্ধ (غزوة حنين) মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে একটি শিক্ষণীয় যুদ্ধ।

ঘটনার সংক্ষেপঃ মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। মুসলিম বাহিনী ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বের হয়। মুসলিমদের এই বিশাল বাহিনী দেখে তাদের মনে কিছুটা গর্ব সৃষ্টি হয় যে, ''আজ আমরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে হারব না।'' হোনাইন উপত্যকায় পৌঁছামাত্রই শত্রুরা অতর্কিত তীর বর্ষণ শুরু করে। এতে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং অনেকে পালাতে শুরু করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) অটল থাকেন এবং সাহাবীদের ডাক দেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা 'সাকীনা' (প্রশান্তি) এবং ফেরেশতা নাজিল করেন। ফলে মুসলিমরা পুনরায় সংগঠিত হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। প্রচুর গনীমতের মাল মুসলিমদের হস্তগত হয়।

১৫। হোনাইন যুদ্ধের কাহিনি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر قصة غزوة حنين بالاختصار)

উত্তর:

কাহিনি: মক্কা বিজয়ের পর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রভাব বেড়ে গেলে হাওয়াজিন গোত্রের নেতা মালেক ইবনে আউফ মুসলিমদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। সে তার গোত্রের নারী, শিশু ও গবাদিপশুসহ সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসে যাতে কেউ পালাতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ১২,০০০ সাহাবী নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন। সংকীর্ণ হোনাইন গিরিপথে শত্রুরা আগে থেকেই ওত পেতে ছিল। মুসলিমরা প্রবেশ করামাত্রই তারা বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে থাকে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের খচ্চর থেকে নেমে সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করেন: (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) ''আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।'' তাঁর ডাকে হযরত আব্বাস (রা.) সাহাবীদের একত্রিত করেন। আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য সাহায্যের মাধ্যমে কাফেরদের পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদের এই শিক্ষা দেন যে, সংখ্যাধিক্য নয়, বরং আল্লাহর ওপর ভরসাই বিজয়ের মূল চাবিকাঠি।

১৬। আয়াতে উল্লিখিত 'আস-সাকীনা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بالسكينة في الاية؟)

উত্তর: সূরা তাওবার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ)

'আস-সাকীনা' (السَّكِيْنَة)-এর অর্থ: ১. প্রশান্তি ও স্থিরতা: অন্তরের ভয়ভীতি দূর হয়ে যাওয়া এবং ধীরস্থির থাকা। ২. **রহমত:** আল্লাহর বিশেষ করুণা। ৩. **ফেরেশতা:** কারো কারো মতে, এটি এক বিশেষ ফেরেশতা বা ফেরেশতাদের দল যারা মুমিনদের অন্তরে সাহস জোগায়।

হোনাইন যুদ্ধের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সাহাবীদের অন্তরে যে ভয় সৃষ্টি হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা এই 'সাকীনা' নাযিল করে তাদের মনকে শান্ত ও যুদ্ধের জন্য দৃঢ় করে দিয়েছিলেন।

১৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ফী মাওয়াতিনা কাসীরা' -এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "في مواطن كثيرة"؟)

উত্তর: আয়াত: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ) **অর্থ:** ''অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে (যুদ্ধক্ষেত্রে)।''

'মাওয়াতিন' (مَوَاطِن)-এর ব্যাখ্যা: 'মাওয়াতিন' শব্দটি 'মাওতিন' (مَوْطِن)-এর বহুবচন। এর অর্থ স্থান, ক্ষেত্র বা যুদ্ধের ময়দান। 'কাসীরা' অর্থ অনেক। এখানে হোনাইন যুদ্ধের আগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন— বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বার এবং মক্কা বিজয়। এসব যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র কম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদের অলৌকিক সাহায্য দ্বারা বিজয়ী করেছিলেন। আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, বিজয় কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, সংখ্যার জোরে নয়।

১৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম' -এর নাহভী তারকীব ব্যাখ্যা কর। (بين التركيب النحوى لقوله تعالى "والله غفور رحيم")

উত্তর: বাক্য: (وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

তারকীব (Grammatical Analysis): ১. ওয়াও (الواو): এটি ইস্তি'নাফিয়্যাহ (নতুনের সূচনা) বা আতিফাহ হতে পারে। ২. **আল্লাহু (اللهُ):** ইসমে জালালাত, মুবতাদা (Subject), মারফু (পেশ বিশিষ্ট)। ৩. **গাফুরুন (غَفُوْرٌ):** এটি মুবতাদার প্রথম খবর (Predicate 1), মারফু। ৪. **রাহীমুন (رَّحِيْمٌ):** এটি মুবতাদার দ্বিতীয় খবর (Predicate 2), মারফু।

বাক্যটি 'জুমলা ইসমিয়া' (Nominal Sentence) হিসেবে গঠিত। অর্থ: ''আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।''

১৯। 'আল-জুনূদ' শব্দ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? (من هم المراد بالجنود؟)

উত্তর: সূরা তাওবার ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে: (وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا) ''এবং তিনি এমন বাহিনী (জুনূদ) নাযিল করলেন যা তোমরা দেখনি।''

'আল-জুনূদ' (الْجُنُوْد)-এর পরিচয়: এখানে 'জুনূদ' বা বাহিনী বলতে **ফেরেশতাদের (الملائكة)** বোঝানো হয়েছে। হোনাইন যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা

৫০০০ বা ৮০০০ ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন বলে তাফসীরে উল্লেখ আছে। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, এই ফেরেশতারা কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন এবং মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিলেন। বদর যুদ্ধের মতো হোনাইন যুদ্ধেও ফেরেশতারা সশরীরে যুদ্ধ করেছিলেন কি না, তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও তাদের উপস্থিতি ও সাহায্যের বিষয়টি নিশ্চিত।

২০। 'আল-জিজয়া' কী? এর শরয়ী হুকুম কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما هي الجزية؟ وما حكمها؟ بين مختصرا)

উত্তর: জিজয়া (الْجِزْيَة)-এর পরিচয়: জিজয়া হলো এক প্রকার কর বা ট্যাক্স, যা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি) ওপর ধার্য করা হয়। এর বিনিময়ে ইসলামি সরকার তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং তাদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান থেকে অব্যাহতি দেয়।

শরয়ী হুকুম: সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত অনুযায়ী, আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) এবং আজমী মুশরিকদের কাছ থেকে জিজয়া গ্রহণ করা **ওয়াজিব**। আল্লাহ তায়ালা বলেন: (حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ) ''ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিজয়া প্রদান করে।'' তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং উপাসনালয়ে নিভৃতচারী ধর্মযাজকদের ওপর জিজয়া ধার্য করা হয় না।

২১। মুশরিকরা কি নাপাক? এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে কী মতভেদ বর্ণনা কর। (هل المشركون نجس؟ بين اختلاف العلماء فيه)

উত্তর: সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের 'নাজাস' বা অপবিত্র বলেছেন। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. জমহুর আলেমগণের মত (হানাফি, শাফেয়ী ও হাম্বলী): অধিকাংশ আলেমের মতে, মুশরিকদের শরীর বা দেহ সত্তাগতভাবে নাপাক নয়। এখানে 'নাজাস' বলতে **'নাজাসাতে মানাবিয়্যাহ'** (নজাছাতে মা'নবী বা আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা) বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের আকিদা বা বিশ্বাস অপবিত্র। তাছাড়া তারা গোসল, ওযু ও পবিত্রতার নিয়ম মেনে চলে না, তাই তাদের বিধানগতভাবে অপবিত্র বলা হয়েছে। সুতরাং তাদের স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে না বা হাত ধুতে হবে না।

২. **জাহেরী ও মালেকি মাযহাবের একাংশ:** তাদের মতে, মুশরিকরা **'নাজাসাতে আইনিয়্যাহ'** (সত্তাগতভাবে নাপাক), যেমন প্রস্রাব বা রক্ত নাপাক। তাদের মতে, মুশরিকদের শরীর ঘামলে বা স্পর্শ করলে মুমিনদের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো জমহুরের মত, অর্থাৎ তাদের অপবিত্রতা বিশ্বাসগত, দৈহিক নয়।

২২। আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'ইন্নামাল মুশরিকূনা নাজাস' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى "انما المشركون نجس"؟)

উত্তর: আয়াত: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) **অর্থ:** ''হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।''

তাফসীর ও মর্মার্থ: এখানে 'নাজাস' (نَجَسٌ) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যা অতিরঞ্জন বা আধিক্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: **১. আকিদাগত অপবিত্রতা:** তাদের অন্তরে শিরকের নোংরামি রয়েছে, যা দৈহিক ময়লার চেয়েও মারাত্মক। ২. **আমলগত অপবিত্রতা:** তারা নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার শরয়ী পদ্ধতি (ইস্তিঞ্জা, গোসল) পালন করে না এবং জুবুবত (গোসল ফরজ হওয়া অবস্থা) থেকে পবিত্র হয় না। ৩. **উদ্দেশ্য:** যেহেতু তারা অপবিত্র, তাই তারা পবিত্র স্থান 'মসজিদে হারাম'-এর ধারের কাছেও যেন না আসে। আল্লাহ তায়ালা তাদের পবিত্র কাবা চত্বর থেকে দূরে রাখার জন্য এই কঠোর শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

২৩। কাফেরদের কি মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয? (هل يجوز دخول المسجد للكفار؟)

উত্তর: কাফের ও মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা মূলত সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াতের ওপর ভিত্তি করে:

১. **ইমাম মালেক (রহ.) ও ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.):** তাদের মতে, কাফেরদের জন্য মসজিদে হারামসহ বিশ্বের যে-কোনো মসজিদে প্রবেশ করা চিরতরে হারাম।

২. **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তাঁর মতে, কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র **'মসজিদে হারাম'**-এ প্রবেশ করা হারাম। এছাড়া অন্য কোনো মসজিদে প্রয়োজনে প্রবেশ করা জায়েয।

৩. **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** হানাফি মাযহাব মতে, আয়াতে 'প্রবেশ নিষেধ' দ্বারা মূলত হজ্জ ও ওমরাহ পালন বা মসজিদের কর্তৃত্ব গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোনো দ্বীনি স্বার্থ, দাওয়াত বা প্রয়োজনে কাফেররা অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি মসজিদে হারামেও যদি কোনো রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রয়োজনে প্রবেশের দরকার হয়, তবে তা জায়েয। (প্রমাণ: রাসূল সা. সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন)।

২৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'বা'দা 'আমিহিম হাযা' -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى "بعد عامهم هذا"؟)

উত্তর: আয়াত: (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا) **অর্থ:** ''সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর আর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।''

'বা'দা 'আমিহিম হাযা' দ্বারা উদ্দেশ্য: এখানে 'এই বছর' বলতে **৯ম হিজরি সনকে** বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে ৯ম হিজরিতে যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হজ্জে হযরত আলী (রা.) মিনার মাঠে সূরা তাওবার এই নির্দেশ ঘোষণা করেছিলেন। **ঘোষণাটি ছিল:** ''আজকের পর (অর্থাৎ ১০ম হিজরি থেকে) কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে পারবে না।'' এই নির্দেশের পর থেকে জাহেলী যুগের উলঙ্গ তওয়াফ এবং মুশরিকদের হজ্জ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

২৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ওয়া লা ইউহাররিমূনা মা হাররামাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? (ما المراد بقوله تعالى "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله"؟)

উত্তর: সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ হিসেবে এই গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মর্মার্থ: ১. তারা মুখে আল্লাহ ও আখেরাতের কথা বললেও বাস্তবে আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) এবং নবীদের শরিয়ত মানে না। ২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন (যেমন—শূকরের মাংস, মদ, সুদ, ব্যভিচার ইত্যাদি), তারা সেগুলোকে হারাম মনে করে না বরং হালাল মনে করে ভক্ষণ করে। ৩. তারা তাদের ধর্মযাজকদের মনগড়া ফতোয়া মেনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল

করে নিয়েছে। এ কারণে তাদের ঈমান অগ্রহণযোগ্য এবং ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করতে হলে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে 'জিজয়া' দিতে হবে।

২৬। তাবুক যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? সংক্ষেপে তার কাহিনি উল্লেখ কর। (متى وقعت غزوة تبوك؟ اذكر قصتها مختصرا)

উত্তর: সময়কাল: তাবুক যুদ্ধ **৯ম হিজরি সনের রজব মাসে** সংঘটিত হয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ গাযওয়া বা যুদ্ধাভিযান।

সংক্ষিপ্ত কাহিনি: রোমান বাহিনী মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রবল গরম ও অভাব-অনটনের মাঝেও যুদ্ধের ডাক দেন। এ সময়কে 'জাইশুল উসরাহ' বা কষ্টের বাহিনী বলা হয়। মুনাফিকরা গরম ও ফল পাকার অজুহাতে যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরাম অকাতরে দান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সর্বস্ব দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ৩০,০০০ সাহাবী নিয়ে তাবুকে পৌঁছান। কিন্তু রোমানরা মুসলিমদের ভয়ে পালিয়ে যায়। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে ২০ দিন অবস্থান করেন এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি স্থাপন করে বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসেন।

২৭। নবী কারীম (স) কেন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'আনা'? (لم قال النبى (ص) لصاحبه : "لا تحزن ان الله معنا"؟)

উত্তর: প্রেক্ষাপট: এই ঘটনাটি হিজরতের সময়কার। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পথে 'সাওর' পর্বতের গুহায় (গলে সাওর) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কারণ: কাফেররা খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত চলে এসেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তবেই আমাদের দেখে ফেলবে।'' মূলত তিনি নিজের প্রাণের ভয়ে নয়, বরং নবীজি (সা.)-এর জীবনের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) ''চিন্তা করো না (দুঃখ করো না), নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'' এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ সাহায্য বা 'মাঈয়্যাত' এবং 'সাকীনা' (প্রশান্তি) নাযিল করেছিলেন।